দুনীতির ধারণাসূচক ২০১৯
দুরূহতির ধারণা সূচক ২০১৯

বার্লিনিজিক আন্তর্জাতিক দুরূহতির ইনডেক্স (টিইআই) দ্বারা প্রকাশিত দুরূহতির ধারণা সূচক (করাপান্থ পারসেপ্সস ইনডেক্স বা সিপিইআই) ২০১৯ অনুযায়ী সূচকের ০-১০০ এর মধ্যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ২৬ থাে সিপিইআই ২০১৮ এর ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত রয়েছে। সূচক ৮৭ থাে সূচকের নিম্ন দুরূহতির দেশ হিসেবে তালিকার শীর্ষে অবস্থান করেছে ডেনমার্ক ও নিউজিল্যান্ড। ৮৬ থাে সূচকের নিম্ন দুরূহতির দেশ হিসেবে ফিনল্যান্ড; এবং তৃতীয় স্থানে একই ক্ষেত্রে ৮৫ নিম্নে যৌথভাবে রয়েছে সিলেসিয়া, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ড। ৯ থাে সূচকের নিম্ন দুরূহতির দেশ হিসেবে ২০১৯ সালের ক্ষেত্রে গবেষণার মাধ্যমে তালিকার সর্বনিম্নে অবস্থান করেছে সোমালিয়া। ১২ থাে সূচকের নিম্ন দুরূহতির অনুবাদক দুরূহতি স্থানে রয়েছে দক্ষিণ সুদান; এবং ১৩ থাে সূচকের তৃতীয় স্থানে অবস্থান করেছে সিলিয়া।

সিপিইআই ২০১৯: বাংলাদেশ

সিপিইআই ২০১৯ অনুযায়ী বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ২৬ থাে সিপিইআই ২০১৮ এর ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত রয়েছে। তালিকার সর্বনিম্নে থেকে পদ্ধতি অনুযায়ী ১৮০ থাে দেশের মধ্যে বাংলাদেশের ১৪তম অবস্থানে রয়েছে যা সিপিইআই ২০১৯ এর ক্ষেত্রে ভারী দায়িত্ব এবং সর্বনিম্নে থেকে পদ্ধতি অনুযায়ী ১৪৬তম থাে যা ২০১৮ এর ক্ষেত্রে ভারী দায়িত্ব ও ধাপ উন্নত। একই ক্ষেত্রে থেকে বাংলাদেশের সাথে তালিকার সর্বনিম্নে থেকে পদ্ধতি অনুযায়ী ১৪তম অবস্থানে সম্মিলিতভাবে আরও রয়েছে আফগানিস্তান, ক্যাথারোল, চুড়ান্তাদার, উত্তরাধিকারী এবং নাইজেরিয়া।

- দক্ষিণ এশিয়ায় ১৬ থাে পদ্ধতি সর্বনিম্নে অবস্থানে আফগানিস্তান
- বাংলাদেশ এশিয়ার চতুর্থ সর্বনিম্ন ও দক্ষিণ এশিয়ার তৃতীয় সর্বনিম্ন থাে অবস্থান রয়েছে
দূরীতির ধারণাসূচক (সিসিআই) কিঃ?

বার্নিন্টির্ক আন্তর্জাতিক দূরীতিরবিদ্যা সংস্থা ট্রিপলার্গি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) প্রতি বছর সিসিআই (করাপন পরামিতিক ইন্টেরন্যাশনাল বা দূরীতির ধারণাসূচক) প্রকাশের মাধ্যমে দূরীতির বিবিধ ধর্মীয় ব্যাপকতার একটি চূড়ান্তক চিত্র প্রদান করে। সিসিআই-এ অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের রাজনীতি ও প্রশাসন বিবাহসমূহের দূরীতির ব্যাপকতা সমন্বয় ব্যবসায়িক, বিনিয়োগগত ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের গবেষক ও বিখ্যাত শিল্পীদের ধারণার ওপর ভিত্তি করে সংপ্রিচ্ছিল দেশের ২ (উচ্চমাত্রায় দূরীতির) থেকে ১০০ (নম্ভীর্মাত্রায় দূরীতির) এর মধ্যে পরিমাণ করে কোন এর মাধ্যমে দেশসমূহের দূরীতির অবস্থান লিপ্ত হয়।
সূক্ষ্ম অনুযায়ী ২০১৯ সালে বাংলাদেশের অবস্থান সংক্রান্ত ব্যাখ্যা

সিসিআই ২০১৯ অনুযায়ী ১০০ এর মধ্যে গড় ক্রের ৪৩। যেহেতু বিবেচনায় বাংলাদেশের ক্রের ২৬ হওয়ায় দুরূহতির ব্যাপকতা এখানে উল্লেখনীয় করে প্রতিষ্ঠান হয়।

দুরূহতির ব্যাপকতা ও গভীরতার কারণে ‘বাংলাদেশ দুরূহতিপ্রবণ বা বাংলাদেশের অধিবাসীরা সবাই দুরূহতি করে’ এ ধরনের কূল ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। যদিও দুরূহতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দাবিদ্রু দুরূহকরণ সার্বভৌমি, টেকসই উত্তুলন লক্ষ্যচিত্র অর্জনের পথ কুষ্ঠিতের অন্যতম, শান্তির দায়িত্বের জন্য দুরূহতিগুলিতে প্রবণ। তারা দুরূহতির কারণে ব্যাপক ও ক্রুদ্ধতার মাত্র। ক্ষমতারকার দুরূহতি ও তা প্রতিভার ব্যাপকতার কারণে দেশ বা জনগণকে কমান্ডারই দুরূহতিগুলো বলা যেতে পারে না।

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের তুলনা

২০১৯ সালের সিসিআই অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়া দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম দুরূহতিগ্রস্ত দেশ ফিলিপাইন। এ দেশটির ক্রের ও সর্বোচ্চ থেকে গণনা অনুযায়ী সুচক অবস্থান ফিলিপাইনের ৬৮ ও ৫৫ যা ২০১৮ সালেও ছিল। সর্বোচ্চ থেকে গণনা অনুযায়ী এর পার্শ্ববর্তী অবস্থান ছিল ভারত, যার ক্রের ৩১ অঞ্চলবিত্ত থাকলেও অবস্থান গতব্যাচরের চেয়ে ২ ধাপ পিছিয়ে এসেছে। দুরূহতিপ্রবণ ৫১। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এসরাজ রীতিনী গতব্যাচরের মত ৮৪ ক্রের ধরে রাখা পারলেন ৪ ধাপ পিছিয়ে ১৫৩ষ্ঠ অবস্থান রাখে। এবারের সিসিআই এ দক্ষিণ এশিয়া উত্তীর্ণবৃত্তি অন্তর্গত অর্জন করছে নেপাল। দুরূহতার গতব্যাচরের চেয়ে ৩ পক্ষটি বৃহত্ত্ব পেয়ে ৩৪ ক্রের অর্জন করছে এবং সর্বোচ্চ থেকে গণনা অনুযায়ী ১৯ ধাপ এসেছে। ১২৬ তম অবস্থানে উঠে এসেছে। গতব্যাচরের চেয়ে ১ পক্ষটি কম অর্থাৎ ৩২ ক্রের পেয়ে ৩ ধাপ পিছিয়ে ১২০৬ষ্ঠ অবস্থানে চেয়ে গিয়েছে পাকিস্তান। অন্যদিকে, ২০১৮ র তুলনায় ২ পক্ষটি কম ২৯ ক্রের পেয়ে ৬ ধাপ পিছিয়ে ১০০৩ষ্ঠ অবস্থানে নেমে গিয়েছে মালয়েশিয়া। এসরাজ ২০১৮ এর সময় ক্রের ২৬ পক্ষটি নিয়ে ১৪৬৩ষ্ঠ অবস্থানে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের পরে ১৬ ক্রের পেয়ে সিসিআই ২০১৯ সুচক সর্বোচ্চ থেকে গণনা অনুযায়ী ১৫৩ষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে আফগানিস্তান। অর্থাৎ সর্বলিপু থেকে গণনা অনুযায়ী আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া ধাপকরে প্রথম ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ সিসিআই সুচুক অনুযায়ী ২০১২ সাল থেকে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে সর্বনিম্নালঙ্কার সময় এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে।
সিপিআই নিরুপণ পদ্ধতি

সিপিআই অনুরূপী দুরূহতার সংখ্যা হচ্ছে ব্যাপ্তিগত সুবিধা বা লাইনের জন্য ‘সরকারী কর্মী’র অপব্যবহার’ (abuse of public office for private gain)। যে কোন কর্মকর্তার জন্য ওপর নির্বাচন করে সুচকটি নির্দেশিত হয় তার মাধ্যমে সরকারি ও রাজনৈতিক কর্মীর অপব্যবহার ও ব্যাপকতার ধারণার করা হয়।

সিপিআই নির্মাণ পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান উত্তরাধিকার ও সুচরের সংগঠনের জন্য টিক্কা ২০১২ সাল থেকে নতুন কেন্দ্র ব্যবহার শুরু করে। ১৯৯৫ সাল থেকে ব্যবহৃত ০-১০ এর কেন্দ্রের পরিরামল দুরূহতার ধারণার নিয়মানুসারে ২০১২ সাল থেকে ০-১০০ এর কেন্দ্র নির্ধারিত করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে কেন্দ্রের ‘০’ কোর্সে দুরূহতার ব্যাপকতা সুরক্ষা এবং ‘১০০’ কোর্সে দুরূহতার ব্যাপকতা সর্বমিশ্র বা সর্বাধিক সুরক্ষিত বলে ধারণা করা হয়। যে দেশগুলো সুরক্ষাতে অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের সমান্তরালে এ সুরক্ষা কেন্দ্রে সম্ভাব্য হয় না। উদাহরণস্বরূপ, সুরক্ষাতে অন্তর্ভুক্ত কোনা দেশই এ পর্যন্ত সিপিআই-এ সংগঠন কারো পায়নি, অর্থাৎ দুরূহতার ব্যাপকতা সর্বমিশ্র এমন দেশগুলোতেও করা মাঝামাঝি হাও দুরূহতা বিবাহে করে।

সিপিআই ২০১৯ এর জন্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র হিসেবে ৮টি জরিপ ব্যবহৃত হয়েছে।

জরিপগুলো হলো:

- বিবিসিনেট কর্পোরেশন রিপোর্ট
- বিবিসিনেট কর্পোরেশন রিপোর্ট
- বিবিসিনেট কর্পোরেশন রিপোর্ট
- বিবিসিনেট কর্পোরেশন রিপোর্ট
- বিবিসিনেট কর্পোরেশন রিপোর্ট
- বিবিসিনেট কর্পোরেশন রিপোর্ট
- বিবিসিনেট কর্পোরেশন রিপোর্ট
- বিবিসিনেট কর্পোরেশন রিপোর্ট
সিরিয়াই ও টিআইবি
সিরিয়াই প্রণয়নে টিআইবি কেননা ভূমিকা পালন করে না। এমনকি টিআইবি'র গবেষণা বা জোর থেকে গ্রান্ত কেনা অথবা বিদ্যুত্স টিআই-এ প্রবিষ্ট হয় না। পুরুষবিয়ের অধিব্যাখ্যায় দেশের টিআই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রয়োজ্য। টিআই ঐ অঞ্চলের দেশের চ্যাপ্টারের মতই টিআইবি দেশীয় পর্যায়ে সিরিয়াই প্রকাশ করে মাত্র।

টিআইবি'র চালু সার্বিক কর্মক্ষেত্রের সহায়তায় সমাজের হাতে মানুষের কাছে মানুষের কাছে মানুষের কাছে মানুষের কাছে মানুষের কাছে মানুষের কাছে মানুষের কাছে মানুষের কাছে মানুষের কাছে মানুষের কাছে মানুষের কাছে মানুষের কাছে মানুষের কাছে 

টিআইবি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

- স্বাধীনতা, বিচারবিদ্যা, দলিত জাতিতের মুক্তি, অন্তর্জাতিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
- জনগণের মধ্যে সুসংসারের চাহিদা গড়ে তুলতে ১৯৯৬ সাল থেকে দুর্লভিত্তি সামাজিক আচার্যের হিসেবে কাজ করছে
- গ্রামতা, নাগরিকতা, আইনের সাধারণতা, স্বাভাবিক, জাতীয় সন্তানভাব, সাধারণতা, নিরপেক্ষতা, সকল সমাজে অধিকার চাহনো চাহনো
- কেনা রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর পক্ষে কাজ করে না
- এর কার্যক্ষেত্রে দুর্লভতা বিবর্তন, সরকার বা এর কেনা প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন নয়
- পর্যায়ী, নাগরিকতা সকল কর্মক্ষেত্রে পরিচালনা করে
- প্রচার মুল কর্ম-খাত: শিক্ষা, স্বাভাবিক সবসময়, ভূমি ও জলবায়ু অধ্যয়ন সুসংসার
- উন্নয়ন কার্যক্ষেত্রে সুসংসার প্রতিষ্ঠায় আইন, নীতি-কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানের চাহনো চাহনো চাহনো
- ছাড়ার বাইরে সচেতন নাগরিক কর্মক্ষেত্র (সাফল্য) পর্যায়ের মাধ্যমে দেশের ৪৫টি অঞ্চলে (৩৮টি জেলা ও ৭টি উপজেলা) গ্রহণ
- সারাদেশ রয়েছে প্রায় ২১ হাজার সঙ্গীত্যেনক: সচেতন নাগরিক কর্মক্ষেত্র (সাফল্য), স্বাভাবিক জন নাগরিক (সুজাতা), ইংরেজ এনার্জিজেট আইডেন্টিফোর ইনস্টিটিউট (ইনস্টিটিউট), ইংরেজ ক্রেডিট গ্রাফ, ইংরেজ প্রকরণের একটি কর্মক্ষেত্র (ওয়াইপাক্ট) ও টিআইবি সদস্য

টিআইবি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডিয়া সেটিং (লেন্ডে ৪ ও ৫), রাফি ৫, সড়ক ২৬ (লাটুন) ২৭ (সুরাতন), ধানমন্ডি, চৌক ২০১৬
কোন: +৮৮০ ২ ১১২৫৭৪৮-৪৯, ১১২৫৭৩২, ফ্যাকস: +৮৮০ ২ ১১২৫৪৯১৫
info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org
www.facebook.com/TIBangladesh